সংবাদ

তারিখ : 3 JUN 2012
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫

বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনিয়ম ⑤

১৯ বছরে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থায়ী সনদ অর্জন করতে পারেনি

রাকিব উদ্দিন

কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েরই স্থায়ী সনদ নেই। দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরুর প্রায় দেড় যুগ অতিবাহিত হলেও কোন প্রতিষ্ঠানই স্থায়ী সনদ অর্জনের শর্তাবলি পূরণ করতে সক্ষম হয়নি। অথচ সব বিশ্ববিদ্যালয়ই ৫ বছরের সাময়িক অনুমোদন নিয়ে কার্যক্রম শুরু করেছে। তারা সাময়িক অনুমোদন নিয়েই অতিবাহিত করেছেন ৯ থেকে ১৯ বছর।

শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানান, দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই পর্যাপ্ত কিংবা ন্যূনতম গবেষণা, নেই প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও স্থাপনা। মেধাবী, দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানদের জন্য নেই কোন বিশেষ সুযোগ-সুবিধা। নেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক, কর্মচারী ও কর্মকর্তা। পরিচালিত হচ্ছে ভাড়া বাড়িতে। উপরন্তু দুর্নীতি ও মালিকপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতায় বিপর্যস্ত বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে গভীর জ্ঞান অন্বেষণের প্রেরণা জোগানো, অনুসন্ধিৎসু মানসিকতা গড়ে তোলা বেসরকারি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

বেসরকারি : প্রতিষ্ঠানে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এবং কর্মস্পৃহা জাগানোর পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বর্তমানে সনদ সরবরাহেই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হর্তাকর্তারা টিউশন ফি আদায়, পাঠদান পদ্ধতি, শাখা ক্যাম্পাস বা আউটার ক্যাম্পাস খোলা- কোন কিছুতেই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) বিধি-বিধানের তোয়াক্কা করছেন না। এসব প্রতিষ্ঠানে উচ্চহারের টিউশন ফি ধার্য করায় কেবল ধনাঢ্য পরিবারের সন্তানরাই উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাচ্ছেন।

তাছাড়া শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি থেকে উপার্জিত অর্থের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়েও বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ বিরোধ চরম আকার ধারণ করেছে। এতে বিঘ্নিত হচ্ছে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ। উপেক্ষিত হচ্ছে প্রচলিত আইন। গত দেড় দশকে অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে। তারা উচ্চশিক্ষাকে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করেছেন। ফলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনের বিষয়ে সরকারের যে লক্ষ্য ছিল- দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানরা এসব প্রতিষ্ঠানে উচ্চ ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন, তার আর হচ্ছে না।

জানা গেছে, ২০১০ সালের ১২ ডিসেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয়ের এক সভায় স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সব বিশ্ববিদ্যালয়কে ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয়া হয়েছিল। এই আলটিমটামের পর বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের জন্য জমি কিনেছে কিংবা স্থাপনা নির্মাণের কার্যক্রম শুরু করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে কেউই পুরোপুরি কার্যক্রম শেষ করতে পারেনি। তাই আলটিমেটাম শেষ হওয়ার পর আবার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সময় দেয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সংবাদকে বলেছেন, 'আমরা চাই সব বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নিজস্ব ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করুক। সেই লক্ষ্যেই তাদের সময় বেঁধে দিয়েছিলাম। এতে অনেকেই জমি কেনা কিংবা ক্যাম্পাস নির্মাণের চেষ্টা করেছে। কারও ক্যাম্পাস নির্মাণ প্রায় শেষ পর্যায়ে আছে। আবার অনেকেই চেষ্টাই করেনি। তাই এবার বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোনটিকে ৬ মাস এবং কোনটিকে ১ বছর সময় দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে যারা ক্যাম্পাস নির্মাণ বা জমি কিনবে না সেসব প্রতিষ্ঠানে নতুন করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি বন্ধ রাখা হবে'।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'উচ্চশিক্ষা নিয়ে কোন ধরনের বাণিজ্য সহ্য করা হবে না। শিক্ষার্থীদের স্বার্থ কোনক্রমেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেয়া হবে না। মানসম্মত উচ্চশিক্ষা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে সরকারও কোন আপস করবে না'।

স্থায়ী ক্যাম্পাসের নামে প্রতারণা : জানা গেছে, ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন বা ক্যাম্পাস আছে। যেগুলো আইনানুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণ জমিতে নয়। অথচ এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তারা দাবি করছেন- তারা সব শর্ত পূরণ করেই নিজস্ব ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। তারা স্থায়ী সনদ অর্জন করেছেন বলেও প্রচারণায় লিপ্ত হয়েছেন। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই এখনো স্থায়ী সনদ অর্জন করেনি। যাদের নিজস্ব ভবন আছে, সেসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দ্য পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৯৬), মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (২০০১), স্টেট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (২০০২), ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (২০০৩), সিলেটের মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি (২০০৩), নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (২০০২), চট্টগ্রামের প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি (২০০১) এবং ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (প্রতিষ্ঠাকাল ২০০২)।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ৮টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নর্দান ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ রাজধানীর কাওরান বাজারে ভিআইপি সড়কসংলগ্ন ভবনের আংশিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ক্রয় করে সংকুচিত অবস্থায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রামে সিটি করপোরেশনের জায়গায় স্থাপনা প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে। আর ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি রাজধানীর মিরপুর ও ধানমন্ডিতে একটি ভবন এবং কয়েকটি ফ্লোর স্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে কিনে পারিবারিক পরিবেশে শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে।

দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতারণা : দুটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী সনদ অর্জন না করেও স্থায়ী সনদ অর্জনের প্রচারণা চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ পেয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রতিষ্ঠান দুটি হলো নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ও ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, এখনো কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী সনদ অর্জন করতে পারেনি। এ অবস্থায় অবৈধভাবে স্থায়ী সনদ লাভের দাবি করায় গত ৪ জুলাই নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। একইভাবে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষকেও সতর্ক করা হয়েছিল।

জানা যায়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ অনুযায়ী স্থায়ী সনদ অর্জনের প্রথম ও প্রধান শর্ত ছিল ৫ বছরের মধ্যে সরকার অনুমোদিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ন্যূনতম ৫ একর পরিমাণ জমিতে পর্যাপ্ত অবকাঠামো নির্মাণপূর্বক তাতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ীভাবে পরিচালিত হওয়া। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি এবং ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি সরকার অনুমোদিত নিজস্ব ৫ একর পরিমাণ জমিতে পর্যাপ্ত অবকাঠামো নির্মাণ করে স্থায়ীভাবে স্থাপিত হতে পারেনি বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। ইউজিসি জানিয়েছে, দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা হয় ১৯৯২ সালে। ৫ বছরের সাময়িক অনুমোদন নিয়ে ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু প্রায় ১৬ বছর পর এই বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে ২০০৯ সালে। ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত আহসানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে প্রতিষ্ঠার ১৩ বছর পর। ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি নিজস্ব ক্যাম্পাসে ফিরেছে ১১ বছর পর। ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি নিজস্ব ক্যাম্পাস তৈরি করেছে। কিন্তু সেখানে ব্যাপকভাবে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করতে পারেনি। ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি নিজস্ব ক্যাম্পাসে কার্যক্রম শুরু করলেও ক্যাম্পাসের অবকাঠামো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পর্যাপ্ত নয় বলে ইউজিসি মন্তব্য করেছে।

জানা যায়, ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি ১৭ বছর পর স্থায়ী ক্যাম্পাসে ফেরার অবকাঠামো নির্মাণ করছে। ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ১৬ বছর পর স্থায়ী ক্যাম্পাসে ফিরতে অবকাঠামো নির্মাণ করছে। ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত গণবিশ্ববিদ্যালয় ১৫ বছর পর স্থায়ী ক্যাম্পাসের জমি কিনে স্থাপনা নির্মাণ করছে। ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি এবং সিটি ইউনিভার্সিটি ৮ বছর পর জমি কিনে স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্থাপনা নির্মাণ করছে।

জমি আছে, অবকাঠামো নির্মাণে অনাগ্রহী : ইউজিসি সূত্র জানায়, ৯টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে জমি কিনেছে। কিন্তু নিজস্ব ক্যাম্পাস নির্মাণে ঢিমেতালে এগোচ্ছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ও সাময়িক অনুমোদনের শর্তাবলি পূরণ করতে পারেনি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৫ সালে, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ ১৯৯৬, দি ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক ১৯৯৬, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ২০০২, শান্তা-মরিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি ২০০৩, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ২০০৩, ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া ২০০৩, সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ ২০০২ সালে এবং ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০০ সালে।